৮৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ভর্তিযুদ্ধ

বরাবর যা হয় এবারও তাই-ই হচ্ছে। রাজধানীর নামীদামী স্কুলগুলোতে আবার ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে চলছে বেসরকারী স্কুলে ভর্তির যুদ্ধ। এরপরে সামনে রয়েছে রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তির লড়াই। বেসরকারী স্কুলের কোথাও কোথাও ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে গত অক্টোবরেই, কোথাও এখনও চলছে। একেবারে নিচের শ্রেণী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় ও সেই পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তিযুদ্ধের একই হাল। সর্বত্রই 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই, ছোট এ তরী'।

ভর্তিযুদ্ধের ওপর গত ১৩ নবেম্বর শুক্রবারের জনকণ্ঠে একেবারে সর্বসাম্প্রতিক অবস্থার একটা প্রতিবেদন আছে। এতে দেখা যাচ্ছে— ১. অভিভাবকরা উঠেপড়ে লেগেছেন সন্তান-সন্ততিকে যে কোনভাবে ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্য; ২. ভর্তি ফরম কেনার পাশাপাশি তাঁরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য; ৩. শুধু একটি-দু'টি নয়, ফরম কেনার জন্য অভিভাবকদের ধরনা দিতে দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য সকল স্কুলেই। রাজধানীতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জন্য অভিভাবকদের নাকাল হওয়ার এগুলো হচ্ছে মাত্র কয়েকটি দিক। আমাদের জানা মতে, শুধু রাজধানী নয়, মফস্বল শহরেও এবং দেশের প্রায় সর্বত্রই ভর্তি সমস্যার এটা একটা সাধারণ চেহারাই। তবে, রাজধানীতে এবং নামীদামী স্কুলগুলোতেই সে সমস্যার চেহারাটা সবচেয়ে প্রকট।

জনকণ্ঠের উল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা রাজধানীতে অনেক হলেও ভর্তিযুদ্ধটা চলে মাত্র ডজন খানেকের মধ্যেই। একজন অধ্যক্ষার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনটিতে এ সমস্যার প্রতিকারের উপায় হিসাবে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক উন্নয়ন সাধনের কথা বলা হয়েছে। সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তিনি ধরেননি। তাঁর মতে, বিদ্যমান স্কুলগুলোরই উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। গত অক্টোবরে পত্রিকান্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের আরও প্রায় আড়াই শ' সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৮টি সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালু রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অস্বাভাবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্য সামনে রেখে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আরও প্রায় আড়াই শ' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই আরও তিনগুণের বেশি সংখ্যক স্কুলে ডবল শিফট চালুর উদ্যোগই বলে দিচ্ছে সমস্যাটা কোথায় এবং কত তীব্র। সমস্যাটা মূলত আসন স্বল্পতারই। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে হোক বা ডবল শিফটের বিস্তার ঘটিয়েই হোক সে মূল সমস্যার মোকাবিলা করতেই হবে। ভর্তিযুদ্ধে পর্যুদস্ত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হতাশা অবর্ণনীয়। ভর্তি হতে না পারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত কী নিদারুণ অনিশ্চয়তারই সম্মুখীন হয়! সবাই নামীদামী স্কুলেই সন্তান-সন্ততি ভর্তি করাতে চাইবেন, এ প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং মোটেই তা নিন্দনীয় নয়। অনেকে মনে করেন, ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে না পারা, আর লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া কার্যত সমার্থক। ব্যাপারটার মধ্যে আংশিক সত্যতা তো আছেই। ভাল স্কুলে প্রতিযোগিতা থাকে, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, অনেক বেশি দায়িত্ববোধ থাকে— তার ফলে তুলনামূলকভাবে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া আরও ভালভাবে শিখতে পারে। সেটাই সব অভিভাবকের কাম্য। আর্থিক সঙ্গতিতে না-কুলালেও তাই কম খেয়ে, কম পরে, নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য অভিভাবকরা ভাল একটা স্কুলে দিতেই ব্যগ্র থাকেন। সেদিক থেকে ভর্তি সমস্যা সত্যিকার অর্থে লাঘব করতে হলে আসন সমস্যা যেমন দূর করতে হবে, তেমনি সব স্কুলে, এমনকি, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষা পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ, শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক দিকের উন্নয়নের প্রতিই দৃষ্টি দেয়া দরকার। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও আসন সঙ্কট যে কত তীব্র, তা গত অক্টোবরে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'এবার ৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না।' এ সঙ্কট দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বহু ক্ষেত্রেই ভর্তি হতে না-পারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনেরই এক রকম পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। এমনিতেই শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির নানান গলদের দরুন পাসের হার প্রায় সব স্তরেই কম হওয়ায় প্রতিবছর মাধ্যমিক থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত 'ড্রপ আউট' বা ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। সত্যিকার মেধাও যাচাই হয়না প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে। ভর্তি সমস্যার মূলেও রয়েছে এসব বিষয়। ক্রমাগত সব স্তরেই যুক্ত হতে থাকে ভর্তিযুদ্ধে অসফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যা। এর ফলে, পরিবারে-সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা বাড়ছে— হতাশা বাড়ছে সর্বস্তরে। সামাজিক অস্থিরতার এও এক কারণ।

অন্যদিকে, এসবের ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে যে সঙ্কুচিত হতে থাকে, সেদিকেও শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের একবার দৃষ্টি দেয়া দরকার। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন আমলে এদেশকে নানাভাবে পশ্চাৎপদ রাখার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়েই শাসক শ্রেণী শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে চলত। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাতাশ বছর পরেও শিক্ষা সঙ্কোচনের সমস্ত কারণ যদি আমরা দূর করার দিকে মনোনিবেশ না করি, তাহলে স্বাধীনতার সুফল কি সত্যিই আমরা কোনদিন ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারব? অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার ভারে ন্যুব্জ একটা জাতি কি করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলবে?